পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ‘ইউএসএআইডি’-র অনুদান

ঢাকা, ১৫ই জানুয়ারি -- বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এবং বাংলাদেশ সরকার আজ ১৫ই জানুয়ারি তারিখে একটি নতুন ‘স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ গ্র্যান্ট এগ্রিমেন্ট’ (এসওএজি) স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের পরিবেশগত অধোগতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্য ও জলজ সম্পদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপরে এই চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট করে জোর দেয়া হয়েছে। চুক্তির আওতায় পাঁচ বছরে ‘ইউএসএআইডি’-র মোট আনুমানিক অনুদান হবে এক কোটি ১৬ লাখ ডলার। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব আনিসুল হক চৌধুরি এবং ‘ইউএসএআইডি’ মিশনের পরিচালক জিন ভি. জর্জ এতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির আওতায় যে সব কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নীতিমালা মেনে চলা, জনসচেতনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সমন্বয় করে নির্ধারিত এলাকাসমূহের সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অরণ্য ও জলজ সম্পদের এলাকা পুনরুদ্ধারে সামাজিক উদ্যোগ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ) এবং মৎস্য ও গবাদিপশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমওএফএল)-এর সচিবদ্বয়ের যৌথ সভাপতিত্বে একটি পরিচালনা কমিটি চুক্তির আওতাধীন বাস্তবায়ন কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান করবে।

দক্ষ ব্যবস্থাপনা, স্থায়িত্বশীল উৎপাদনশীলতা, এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ‘ইউএসএআইডি’/বাংলাদেশ-এর পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচীতে সামাজিক, যৌথ-ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার ওপর জোর দেয়া হয়ে থাকে। যৌথ-ব্যবস্থাপনামূলক মডেলে সরকারের সংস্থাসমূহের স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যরাসহ সমগ্র গোষ্ঠীকে সংশিষ্ট করা হয়। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যই তা করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ-এর গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, দারিদ্র্য দুরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে দশকের পর দশক জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র যে সহযোগিতা দিয়ে আসছে, তার ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ খাতে ‘ইউএসএআইডি’/বাংলাদেশ-এর সহায়তা কার্যক্রম গড়ে উঠেছে। এই সকল কর্মসূচী বাংলাদেশ-এর প্রাথমিক পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলা, বিশেষ করে আঞ্চলিক সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং এদেশের সীমিত ও দ্রুত নিঃশেষিত প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে এর বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা সমস্যা মোকাবেলায় ব্যাপক অবদান রেখেছে।

==========

জিআর/ ২০০৩

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov *Ges Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) †hvMv‡hvM Ki"b|*